আরেকটিবার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয়

জিষ্ণু দত্ত , ১৬ই জুন ২০২০ (পুনঃপ্রকাশ, প্রথম প্রকাশ দৈনিক প্রান্তজ্যোতি পত্রিকায়)

পীযুষের সাথে কবে , কোথায় প্রথম দেখা , প্রথম পরিচয় , কেমন করে বন্ধুত্ব ... কিছুই আর মনে নেই , তবে সেটা নিঃসন্দেহে ১৯৮৬ সালের সেই তুফানী দিনগুলোর মধ্যেই । ঘনিষ্টতা , অন্তরঙ্গতা বাড়তে সময় লাগেনি । যেন ব্যাপারটা ছিল সহজাত , স্বাভাবিক , যেমন বাল্যবন্ধুদের মধ্যে হয় ।

আমি ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও কর্মী হয়েছিলাম । ১৯৮৬র ফেব্রুয়ারী-মার্চ থেকে আগষ্ট অবধি চলা সেবা সারকুলারের বিরুদ্ধে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে চলা গণতান্ত্রিক ছাত্র যুব সংগ্রাম কমিটি ও পরে সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির আন্দোলনের দিনগুলোতে পীযুষ ও শিলচরে আন্দোলনে যোগ দেয় আর শীঘ্রই সে আই-এস-এ তেও যোগ দেয় । যদিও আন্দোলনের মূল নীতি ও কৌশল নির্ধারনে আই-এস-এই ছিল মূল শক্তি , তবু তার ছিল সীমিত সদস্য । ফলে আই-এস-এর সদস্যদের মধ্যে বোঝাপড়া ও ঘনিষ্টতা ছিল নিবিড় ।

পীযুষ ছিল খুব ভালো আর্টিস্ট , সুন্দর পোষ্টার ও দেওয়াল লিখন লিখতে , ষ্টেনসিল বানাতে সে ছিল সুদক্ষ । সে ছিল রসবোধ সম্পন্ন মিষ্টভাষী , ফলে সমবয়সী যুবকদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে তার সময় লাগেনি ।

৮৬র আন্দোলন স্তিমিত হবার পর পীযুষ স্নাতক ডিগ্রী পাশ করে সাংবাদিকতার পেশায় যোগ দেয় । ভালো কবিতা লেখার সুত্রে শিলচরের প্রতিষ্ঠিত কবি বিজয় কুমার ভট্টাচার্যের প্রিয় পাত্র হয় পীযুষ এবং সম্ভবতঃ বিজয়দাই তাকে সোনার কাছাড় পত্রিকার মালিক রনবীর রায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে নিযুক্তি পাইয়ে দেয় । কিন্তু এ সম্পর্কে আমার ঠিকমত জানা নেই । সেটা ১৯৮৭র ঘটনা হবে । অচিরেই নিজের প্রতিভা , দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার গুণে সে রনদার খুবই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠে এবং রনদার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে রনদার ডানহাত হিসাবে পরিচিত ছিল ।

তখন সোনার কাছাড় পত্রিকার অফিস ও প্রেস ছিল নিবেদিতা লেনে । ১৯৮৮র মাঝামাঝি কোন একটা সময়ে পীযূষ আমাকে রনদার সাথে দেখা করিয়ে সোনার কাছাড় পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার হিসাবে কাজ করার সুযোগ করিয়ে দেয় ।

নিবেদিতা লেনের ছোট একটা ঘরে পীযুষ , আমি ও অশোক দেব (আমাদের আরেক বন্ধু) ভাড়া থাকতাম , আমরা পালা করে রাঁধতাম আর পত্রিকা অফিসে কাজ করতাম । ১৯৮৮র শেষদিকে একটা অ্যাকসিডেন্টে বাবার সিন বোন ভেঙে যাওয়ায় বাবার চিকিৎসার জন্য ও পারিবারিক সমস্যায় আমি শিলচর ছেড়ে আসি ।

১৯৮৯র প্রথমদিকে মার পিপলস্ কনভেনশন মিজোরামে মারদের জন্য স্বশাসিত জেলার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে । অচিরেই মিজোরাম সরকারের দমনপীড়নের মুখে সেই আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নেয় । আর তাদের এক শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠে ফুলেরতলের পূর্বে মারখোলিন প্রাম । মার স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের সাথে আমার আগে থেকেই হৃদ্য সম্পর্ক থাকায় এইচ.পি.সি-র খবর আমি সংবাদপত্রে জন্য সংগ্রহ করতে শুরু করি এবং নর্থ ইষ্ট সান ম্যাগাজিনেও এ নিয়ে লিখতে শুরু করি ।

খুবই শীঘ্রই আমার ও পীযুষের সাথে এইচ.পি.সি-র নেতাদের পরিচয় ঘটে । ১৯৮৯র জুলাই মাসে ..র ভলান্টিয়ার ও মিজোরামে আর্মড পুলিশের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং .. ভলান্টিয়ারদের খোঁজে মিজোরাম আর্মড পুলিশের বাহিনী মনিপুরের পশ্চিম প্রান্তে তৎকালীন টিপাইমুখ মহকুমার ভাঙ্গাই পাহাড় রেঞ্জের কাংরেং , পারপুইমুন সহ বিভিন্ন গ্রামে এসে সাধারন লোকেদের মারধোর , ঘর জ্বালানো এসবক নানা কুকর্ম করে বলে অভিযোগ উঠে ।

MAP কর্তৃক এইসব অত্যাচারের কাহিনী দুনিয়াকে জানানোর জন্য খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভাঙ্গাই পাহাড় রেঞ্জে এক অভিযানের জন্য আমাদের মার বন্ধুরা অনুরোধ করে । তাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য এবং নিজেদের স্বভাবজ এডভেঞ্চারের উৎসাহে আমি ও পীযূষ আমাদের এক মার বন্ধু লালচৌঙ্গলিন দারঙ্গনে সাথে নিয়ে সতই মিয়া নামে এক বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ মাঝির দীড়টানা নৌকায় ১৯৮৯র ৩০শে জুলাই ফুলেরতল ঘাট থেকে উজানের জন্য রওয়ানা দিলাম । সাথে আরেক জন যুবক মাঝি ছিল যার নাম ভুলেই গেছি ।

তখনকার দিনে কোন মটর লঞ্চ বা ষ্টীমার বোট বা ডিজেল চালিত নৌকা ছিল না ফুলেরতল ঘাট থেকে উজানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য। উজানি অঞ্চলের সাথে ফুলেরতলের যোগাযোগ ছিল হাল , দাড় ও বৈঠায় চালানো নৌকা দিয়ে । তিনদিন ধরে দাড় , হাল ও বৈঠা টেনে আমরা পৌঁছেছিলাম কাংরেংডর ঘাটে । রাতে কাংরেংডর প্রাম থেকে পরদিন আমাদের যাত্রা শুরু হয় পায়ে হেঁটে পাহাড়ের চড়াই হয়ে কাংরেং প্রামের দিকে , প্রায় পাঁচ ঘন্টা চড়াই শেষে কাংরেং পৌঁছা গেল ।

Ishan Kotha

একে একে কাংরেং , থিৎকাল , নামপাবুঙ্গ , ফুলপুই হয়ে পারপুইমুন যেতে কয়েকদিন লেগে যায় আমাদের , কারণ আমরা গিয়েছিলাম কাংরেংয়ে একরাত থেকে , নামপাবুঙ্গে কয়েকদিন থেকে। রাস্তায় পীযূষ মেথডিকেলী গ্রামগুলোর নাম , সেগুলোর হেডম্যানদের নাম , খসড়া ম্যাপ ও প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো এসব কিছু কাগজে লিখে নিচ্ছিল । এসব করে পারপুইমুন ৩/৪ দিন কাটিয়ে পীযূষ আমাদের সদ্য পরিইচত বন্ধু লালহোসানের সাথে কাংরেংডর হয়ে শিলচর ফিরে যায় । তার জন্য কাংরেংজরে সতই মিয়া নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল ।

আমি আরো প্রায় এক সপ্তা পারপুইমুনে কাটিয়ে ফিরে আসি । আমরা দুজনেই পারপাইমুনে H.P.C ভলান্টিয়ারদের খুব কাছ থেকে দেখা , কথা বলা ও মিলামিশার সুযোগ পাই । যদিও তখন আমি মার ভাষাও মোটেই জানতাম না ।

শিলচর ফিরে গিয়ে পীযূষ এ সংবাদ অভিযানের কাহিনী নিয়ে বেশ কয়েকটা রিপোর্ট লিখে যা সোনার কাছাড় পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । আর আমার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নর্থ ইষ্ট সান ম্যাগাজিনে । এ সংবাদ অভিযান আমাদের দুজনের জীবনে এক অভিনব প্রভাব আনে । মারদের হার্টল্যান্ডে যাওয়া ও দেখার সুযোগ , সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের খুব কাছ থেকে দেখা ও মেশার সুযোগ আমাদের সাহসী মনে আরো সাহসের নতুন মাত্রা যোগ করে । বরাক নদীর উজান অঞ্চলের উপরূপ সৌন্দর্য্য , পাহাড়ীয়া অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা , জুমখেত , কষ্টকর যোগাযোগ ব্যবস্থা এসব দেখা ও জানার সুযোগ আমাদের এডভেঞ্চারপ্রিয় মনের আনন্দ যোগানের সাথে দুর্গম পথের কষ্ট ভুলিয়ে দেয় ।

ফেরার পথে একদিনে প্রায় ষাট কিলোমিটার পাহাড়িয়া রাস্তা পার করে আমি আমি , যদিও মাত্র একমাস আগে আমার হাঁটুর লিগামেন্ট ছিন্ন হয়েছিলো ফুটবল খেলতে , নিক্যাপ লাগিয়ে আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম । মেঘের মধ্যে দাড়িয়ে আমরা ফটো তুলেছিলাম । এই অভিযান আমাদের মনে বরাক নদী সম্পর্কে এক অদ্ভুত ভালো লাগার জন্ম দিয়েছিল যা অনেক পরে নদী-বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের অদৃশ্য প্রেরণার কাজ করেছিলো ।

১৯৮০র দশকে ১৯৮৫ , ১৯৮৬ ও ১৯৮৯ এই তিন বছর বরাক উপত্যকা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আলোচনা ও বিতর্কে উঠে আসে বন্যার সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে টিপাইমুখে বরাক ডামের প্রসঙ্গ । কিন্তু ধীরে ধীরে বন্যার সমাধান হিসাবে বাঁধ প্রযুক্তির অসারতা , অপারগতা এবং বাঁধের ফলে বন্যার সৃষ্টি সে সম্পর্ক পৃথিবীর পরিবেশবাদীদের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান ও বিভিন্ন মাধ্যমে লেখালিখির ফলে আমাদের জ্ঞান ও বাড়তে থাকে । বরাক ডাম সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য ও আমাদের হাতে এসে পড়ে যার ভিত্তিতে বরাকের বন্যার সমাধান হিসাবে টিপাইমুখে বরাক ডামকে তুলে ধরার দুর্বুদ্ধি সম্পর্কে আমার ও পীযুষের মনে স্পষ্ট ধারণা দানা বাঁধতে থাকে ।

এই সময়কালে দুইজন বাইরের সাংবাদিক ও টিপাইমুখ অভিযান করে যান । প্রথমজন বিবিসির সাংবাদিক অমিতাভ ভট্টশীলী এবং দ্বিতীয়জন বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলোর ইন্ডিয়া ব্যুরো চিফ অমর সাহা । দুজন সাংবাদিকই ফুলেরতলে এসে আমার সাথে দেখা করেন এবং বিভিন্ন জনের ইন্টাভিউ নেন । বস্তুত অমর সাহা টিপাইমুখ যাত্রার ব্যবস্থাও আমিই করে দিই ।

সেই সময়কালে আমি আরো জানতে পারি যে লোকতাক জলবিদ্যুত প্রকল্প চালু হয় ১৯৮৪ সালে এবং তারপর থেকেই বরাক উপত্যকায় বারংবার বন্যা শুরু হয় । এর কারণ লোকতাক প্রকল্পের বাড়তি জল বরাকের জলপ্রবাহে ছেড়ে দেওয়া সেটাও আমার জানা হয়ে যায় ।

বরাক ডামের দাবি এক বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন , এমনকি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যাপারে বেশ কিছুটা এগিয়েও গিয়েছিলেন , ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে আগে অরুণাচলে অনেকগুলি প্রস্তাবিত নদীবাধ প্রকল্প , গেরুকামুখে সুবনশিরি প্রকল্প ও টিপাইমুখে বরাক বাঁধ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক তুঙ্গে উঠে ।

(c)Ishankotha

বিভিন্ন জায়গায় এইসব ইস্যু নিয়ে পাবলিক হিয়ারিং অনুষ্ঠিত হয় । এমন এক পাবলিক হিয়ারিংয়ে গৌহাটিতে বরাকের প্রতিনিধি হিসাবে তৎকালীন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশের সামনে বরাক বাঁধের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন শ্রী কিশোর কুমার ভট্টাচার্য ২০০০ সালের পর পরিবেশগত বিপর্যয় , জীব প্রজাতি সমূহের বিলুপ্তির বিপদ , জলবায়ুর বিশৃঙ্খল আচরণ , বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গোটা বিশ্বে পরিবেশবাদী চেতনা ও কর্মকান্ডের উন্মেষের সাথে তাল রেখে বরাক উপত্যকায় ও বহুলোক পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। বিশেষ করে কাছাড় কলেজের দুইজন অধ্যাপক থাংজম পাওলেন সিংহ ও ডঃ পার্থঙ্কর চৌধুরীর রিভার ডলফিন বাঁচানোর উদ্যোগ আমাদের ভালোভাবেই অনুপ্রাণিত ও আশান্বিত করে।

২০০৭ সালে এই দুই অধ্যাপকের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় কাছাড় কলেজেই এর & নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় যেখানে অনেকের সাথে আমি ও পীযুষ দুইজন-ই উপস্থিত ছিলাম গোটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ট্রেনিং নিতে ।

এই শিবির থেকে ফলো আপ করে Society of Activists and Volunteers for Environment অর্থাৎ (SAVE) নামে এক সংস্থা আমরা গঠন করি যার সভাপতি হন নরেন্দ্র নারায়ন সাহা , অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ , কৃষি-বিজ্ঞান কেন্দ্র , অরুণাচল আর সাধারণ সম্পাদক হন ডঃ পার্থঙ্কর চৌধুরী । এর উদ্যোগে ২০০৭ সালের ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কাছাড় কলেজে এক বড়সড় আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয় । এছাড়াও আরো কিছু কর্মসুচী এর তরফে নেওয়া হয়। এসবের মধ্যে পীযুষের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সংস্থা পরিচালনা নিয়ে কিছু মতভেদের জন্য আমরা কিছু বন্ধুরা ২০০৮ সালে Society of Activists for Forest and Environment (SAFE) নামে একটি সংস্থা গঠন করে কাজ চালাতে শুরু করি । যদিও পীযুষ নতুন সংস্থায় যোগ না দিয়ে এ থেকে গেয়েছিল , তথাপি সে এর বিভিন্ন কার্যসুচীতে আমাদের প্রচুর সহায়তা করে । উধারবন্দে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় , যেখানে মধুরা কোয়ারী ও পার্বতী অঞ্চল থেকে বে-আইনী ও যদৃচ্ছা পাথর খনন ও চালান ইত্যাদি নিয়ে বিস্তার আলোচনা ও প্রতিবাদ হয়, সেখানে উপস্থিত থেকে অতি মূল্যবান ও বলিষ্ঠ বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরে পীযুষ । অনেক পরে লক্ষীপুরেও এর উদ্যোগে পরিবেশ নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত হয়ে উৎসাহী প্রশিক্ষার্থীদের বরাক ডাম সহ বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে ।

২০০৯ লোকসভা নির্বাচনের কিছু আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশীল সিন্ধে হেলিকপ্টারে গিয়ে টিপাইমুখে গিয়ে বরাক ডামের শিলান্যাস করে আসেন । কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই খবর জানা যায় যে মার উগ্রপন্থীরা শিলান্যাসস্থল বিস্ফোরণ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে । এসব ঘটনায় প্রচন্ড আলোড়ন ও আগ্রহের সৃষ্টি করে ।

২০০৯ এর জুলাই মাসে মনিপুরের বিখ্যাত পরিবেশ কর্মী ওয়াংখেইরেকপাম রামানন্দ লক্ষীপুরের মনিপুরী সংগঠনগুলির সাথে যোগাযোগ করে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেন যা অনুষ্ঠিত হয় বিন্নাকান্দি ঘাটে গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত হলে । এ সভায় আমি , পীযুষ ও এর সভাপতি জসীম উদ্দিন বড়ভূইয়া উপস্থিত থেকে বাঁধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এবং বরাক নদীর জলপ্রবাহ তথা বরাক উপত্যকার জীবন বাঁচানোর পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলাম । এ সভায়ই মনিপুরের ও বরাক উপত্যকার পরিবেশ কর্মীদের মধ্যে যোগসূত্র ও সম্পর্ক প্রথমবারের মতো গড়ে উঠে ।

এরপর নিঁচন শেষ হলে দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যায় । বরাক ডাম আর কখনোই নির্বাচনী ইস্যু হিসাবে উঠে আসেনি। শিলচরে ৩০শে ডিসেম্বর ২০০৯ এ জেলা প্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে বরাক ডামের বিরুদ্ধে এক বড়সড় সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ সভার মূল আয়োজক ছিল পীযুষ। এ সভায় উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক পরিবেশ কর্মী উপস্থিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত জোরালো যুক্তি দিয়ে নদী-বাঁধের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন । বরাক ডামের বিরুদ্ধে শিলচরে এটা ছিল প্রথম সভা ।

এ অতি সফল সভার আয়োজনের কৃতিত্বের সিংহভাগি পীযুষের । এ সভার পরস্পরই শিলচর তথা বরাক উপত্যকার নদী বাঁধ বিরোধী পরিবেশ কর্মীদের সংগঠিত করে একটি কমিটি গড়ে উঠে যার নাম ছিল Committee on Peoples' and Environment (COPE) । এর নেতৃত্বেও ছিল পীযুষ । ২০১০ সালের কোন এক সময় বাংলাদেশের কোন এক মন্ত্রী শিলচর এসছেলেন । এক ঝটিকা প্রস্তুতি নিয়ে সেই মন্ত্রীর সামনে বরাক ডাম বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় । আগে থেকে কোথাও কোন আভাষ না দিয়ে এই ঝটিকা বিক্ষোভ আয়োজন করে পীযূষ ও হেরাজিত সিংহ এবং এই বিক্ষোভের খবর প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সচেতন মহলগুলিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং বাঁধের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সবাইকে সচকিত করে তুলে । এই বিক্ষোভ সংগঠন ও পরিচালনার কৃতিত্ব ও পীযুষের ।

এরপর ২০১০ সালের মার্চ মাসে টিপাইমুখে আন্তর্জাতিক নদী দিবস উদযাপিত হয় । সেখানে ইম্ফল ও গৌহাটি থেকে অনেক সাংবাদিক, উত্তর পুর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্টার বহু বাঁধ বিরোধী পরিবেশ কর্মী উপস্থিত ছিলেন । শিলচর থেকে সেখানে যোগ দেওয়া এক বড়সড় টিমের নেতৃত্ব দেয় পীযুষ । লাগাতার ব্যক্তিগত কথাবার্তা ও লেখালেখির মাধ্যমে পীযুষ বরাক বাঁধের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যায় । ফলে আগেকার বরাক ড্যাম করতে হবে- র বদলে বাঁধ বিরোধী এক সাধারণ জনমত বরাক উপত্যকায় গড়ে উঠে । একবার সে নাগরিক স্বার্থরক্ষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে (সেটা খুব সম্ভবতঃ ২০১১ সাল হবে) শিলচর অন্নপূর্ণা ঘাটে আন্তর্জাতিক নদী দিবস উদযাপন করে সেখানে আমিও ছিলাম । এরপর থেকে ধীরে ধীরে বরাক ড্যামের ভূত বিদায় নেয় । পরিবেশ কর্মীদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ছাড়াও এর দুইটি কারণ ছিল । প্রথমতঃ , বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের তীব্র বিরোধীতা । দ্বিতীয়তঃ , বরাক ড্যামের পরিকল্পিত জলাধারের ফলে শিলচর-ইম্ফল হাইওয়ে ও রেলপথ তথা বরাকের উপর রেলসেতু বিপন্ন হবার সমূহ বিপদ ও হুমকি ।

সব মিলিয়ে মনমোহন সিংহ নেতৃত্বাধীন সরকার এই প্রস্তাবিত বাঁধ প্রকল্প ঠান্ডাঘরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় । এই বরাক ড্যাম বিরোধী আন্দোলন ও কাজকর্ম একজন পরিবেশ কর্মী হিসাবে পীযুষের জীবনের সেরা কাজ বলে আমি মনে করি । কারণ এর ফলে শুধু তার নয় , সম্পূর্ণ বরাক অববাহিকা অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা ও জলজ প্রাণী সম্পদ তথা বরাকের জলপ্রবাহ রক্ষা পেয়েছে ।

২০১৩ সালের পর থেকেই পীযুষের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে । একের পর এক শারীরিক অসুবিধা তাকে পেয়ে বসে । তার জীবনসঙ্গিনী শান্তশ্রী বৌদি তাকে একটি কিডনী দেন , একথা সবাই জানে। কিডনী বদলের পর সেই কিডনীও ভালোভাবেই কাজ করতে শুরু করে বলেই জানতাম । আমি আশা করেছিলাম সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে । কিন্তু তাকে কাল গ্রাস করল ।

তার সাথে শেষ দেখা গত বছরের (২০১৯) জুলাই মাসে কিডনী বদলের জন্য আর দিল্লী যাবার আগে । আমার সাথে ছিল সমর ভট্টাচার্য্য । পীযুষকে দেখতেই আমি সেদিন শিলচর গিয়েছিলাম । এরপর তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ফোনেও । আমি প্রায়শঃই তার স্বাস্থ্যের খবর নিতাম । এমনকি হাসপাতালের রুমে থেকেও সে আমার মেসেজের উত্তর দিয়েছে । আমি ভেবেছিলাম সে ফিরে আসবে । কিন্তু ফিরে এল তার মরদেহ । পীযুষের আপাত গম্ভীর , চিন্তাশীল চেহারা ও ভাবমুর্তির অন্তরালে এক অতি সাহসী , এডভেঞ্চার প্রিয় , প্রকৃতি প্রেমী , তীব্র রসবোধ সম্পন্ন , বন্ধুদের প্রতি আন্তরিক শ্রীতি ভরা চরিত্র ছিল , ঘনিষ্ট বন্ধুরা সেটা জানতো । সে ছিল শিলচরের একমাত্র সাংবাদিক একটিভিষ্ট ।

আমার জীবনে তারমত বন্ধু হারানোর ব্যথা আমি আমৃত্যু অনুভব করব ...

(C) Ishan Kotha